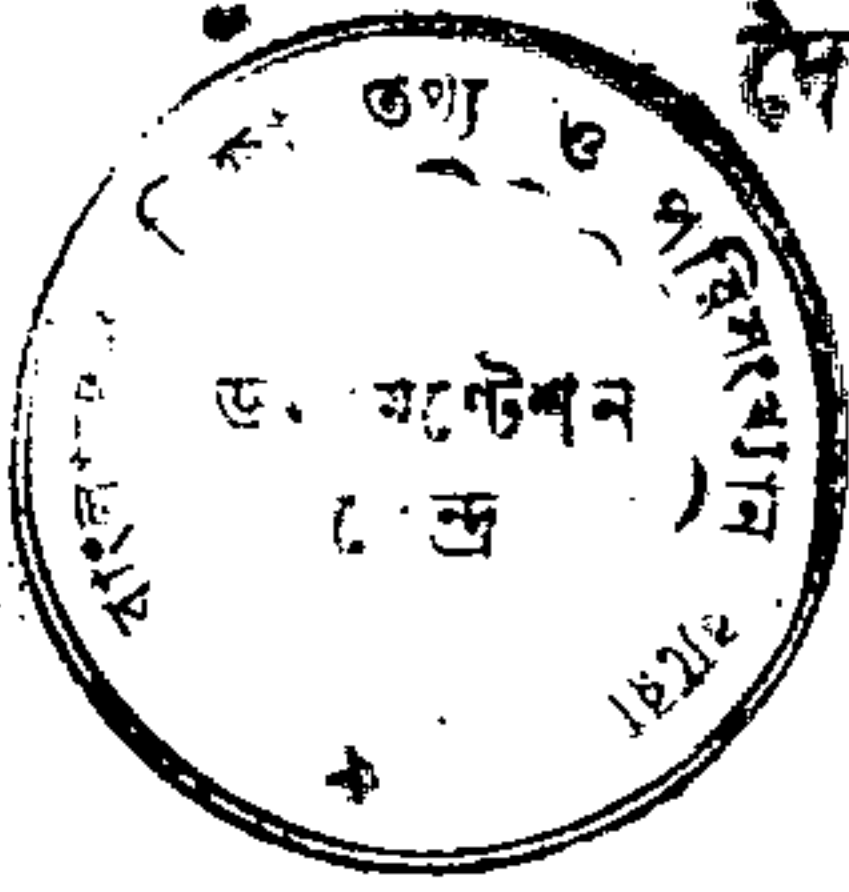




দৈনিক বাংলা

28 JUL 1988
তারিখ ... ৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ...

057

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: শূকর, ১০ই শ্রবণ, ১৩৯৬: ২৮শে জুলাই, ১৯৮৯

পাঠশালার হাল

এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। এখন দিন কয়েক অন্ততঃ লেখাপড়ার মান সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী আমাদের তাজা করবে। গভীর পরিতাপের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আমরা আমাদের হতাশা ব্যক্ত করবো। এর বেশি প্রতিক্রিয়া কোথাও ঘটবে কি? যদি ঘটতো, অবশ্যই আমরা প্রাথমিক শিক্ষা পরি-স্থিতির দিকে নজর ফেরাতাম। বুনিন্দ নড়বড়ে রেখে যেমন আকাশ ছোঁয়া ইমারত গড়া চলে না, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে উচ্চতর শিক্ষার সন্তোষজনক অগ্র-গতি আশা করা চলে না।

পরিচালক প্রকাশিত দুটি খবরে মফস্বলে প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতির একটি প্রতীকী ছবি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ফরিদপুরের খবরে বলা হয়েছে, জেলার চম্পিশ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাদ-বেড়া নেই। স্বভাবতই লেখাপড়া শিকের উঠেছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত কমছে। মশোরের এক খবরে দেখা যাচ্ছে জেলার চম্পিশটি ক্ষতিগ্স্ত বিদ্যালয়ে সরকারী বরাদ্দের টিন পেইছেন। আদতে বরাদ্দের খবর বিদ্যালয়গুলোকে সম্মত না জানানোর ওদের পক্ষে টিন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

দুটি খবরে পরিস্থিতির যে ছবি পাওয়া যায় তা কার্ভ গোটা দেশের জন্যই প্রতিনিধিত্বমূলক। এ থেকে একই সঙ্গে এই করুণ অবস্থার কারণ সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া যায়। মফস্বলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বান্ধব অবস্থা শিক্ষার বিকাশের অনুকূল নয়। ছাদ-বেড়াই যেখানে নেই সেখানে নিয়মিত অধ্যয়ন আশা করা যায় না। সম্পদের দুঃপ্রাপ্যতার সঙ্গে বাড়-বন্য়ার সংযোগ এই অবস্থাকে চরমে নিয়ে গেছে। তবে সরকার এ অবস্থা সম্পর্কে উদাস নন। সাধ্যমত সাহায্য দিতে আগ্রহী। আগ্রহী বলেই টিন প্রতিটি নির্মাণ সামগ্রী বরাদ্দ করা হয়। এই বরাদ্দ কাজে না লাগার পেছনে আছে কলও কারও গাফিলতি।

বস্তৃত, প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্ভূতরূপে দেয়ার ব্যাপক কর্ম-সূচী সরকার গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচীকে পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সচেতন নাগরিককেই দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। বিদ্যালয় ভবনের দগ্ধতা মোচন প্রাথমিক করণীয়। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানো গাফিলতি ক্ষমার অযোগ্য। এ প্রত্যয় নিয়ে কাজে না নামলে ভবিষ্যৎ আমাদের ক্ষমা করবে না। পরিপূর্ণ শিক্ষার স্বার্থে তার বুনিন্দাদের সকল দুর্বলতা দূর করতেই হবে।